দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR..2 .. 1999 .. ..
পৃঃ ৪ কলাম ৫

70

বিএম কলেজের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি ॥ হাতাহাতি

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ বরিশালের বিএম কলেজে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার ঘটনায় শহরে প্রতিবাদের ঝড় বইছে। কলেজের দু' শিক্ষক অধ্যক্ষের প্ররোচনায় এ ধরনের ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বাধীনতা দিবসে এমনটা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী কলেজ শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে জানা গেছে, ঐ দিন অন্যান্য বছরের মতো জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং 'গার্ড অব অনার' প্রদানের অনুষ্ঠান হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচী থাকলেও বিএম কলেজে পতাকা উত্তোলন করা হয় সকাল ৭টায়। কলেজ অধ্যক্ষ সাইদুল ইসলাম পতাকা উত্তোলন করেন। অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান ও ওয়ালিউল ইস্‌লামের নেতৃত্বে বিএনসিসি, রোভার স্কাউট দল অভিবাদন করে। পতাকা উত্তোলনের পরপরই বিএনসিসি'র জনৈক সদস্য 'স্বাধীনতা যুদ্ধের' লিখিত ইতিহাস পাঠ করতে শুরু করে। এই ধারাভাষ্যের কোথাও মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি উচ্চারিত হয়নি। বরং সূক্ষ্মভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয়।

ধারাভাষ্যে বলা হয়, 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে মুক্তিপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশবাসীর প্রধান নেতার (!) পরিণত হন। সত্তরে মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে প্রথম জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। '৭১-এর ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়ে যায় (২৬ মার্চ নয়)। প্রধান নেতা (জাতীয় নেতা নয়!) শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ (!) করেন। তৎকালীন সেনাবাহিনীর বাঙালী অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ২৭ মার্চ।

ধারাভাষ্য চলাকালে কলেজের এক অধ্যাপক এতে বাধা দেন। ফলে এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। কলেজ অধ্যক্ষ সাইদুল ইসলাম খান হাবিবুর রহমান ও ওয়ালিউল ইসলামের পক্ষ নেন। ঐ দু'জনই এই ধারাভাষ্য লেখার নেপথ্যে বলে জানা গেছে। এক পর্যায়ে কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতি, গালাগালি হয়। এ ঘটনা শহরে ছড়িয়ে পড়লে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মহল ক্ষোভ প্রকাশ করলে কলেজ অধ্যক্ষ বাধ্য হয়ে খান হাবিবুর রহমান ও ওয়ালিউল ইসলামকে শো-কজ করেন। এই শো-কজ নোটিসের একটি কপি ডেপুটি কমিশনারের বরাবরে পাঠানো হয়েছে। ঘটনা তদন্তে ৪ শিক্ষককে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ নেতাদের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।